০২-০৭-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার রাইট হ্যান্ড (ডান হাত) হয়ে সার্ভিসের নেশা রেখে শ্রীমতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দাও, কাগজে যদি কোনো সেবার কথা বের হয় তখন তা পড়ে সেই সেবায় লেগে যাও"

প্রশ্ন :-- তোমরা বাচ্চারা কখন বাবার নাম উজ্জ্বল করতে পারবে ?

উত্তর :-- তোমাদের আচার আচরণ যখন রয়্যাল এবং গম্ভীর হবে । তোমাদের অর্থাৎ শক্তিদের আচার আচরণ এমন হওয়া উচিত যেন ময়ূর । তোমাদের মুখ থেকে সবসময় রত্ন নির্গত হওয়া উচিত, পাথর নয় । যারা পাথর বের করে তারা বাবার নাম বদনাম করে । এরপর তাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায় । বাবার হয়ে কোনো ধরনের বিকর্ম যেন না হয়, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নজর রাখতে হবে ।

গীত :-- আকাশ - সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । তারা বাবাকে স্মরণ করে -- হে পরমপিতা পরমাত্মা, নিরাকার রূপ পরিবর্তন করে সাকারে চলে এসো । তিনি কি রূপের পরিবর্তন করবেন । এমন তো বলবেন না যে, কচ্ছ-মচ্ছ রূপ ধারণ করে এসো । তা নয় । এ হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া । পবিত্র হওয়ার জন্য তাঁকে ডাকতে থাকে । যদি সর্বব্যাপী হয় তাহলে তারা কাকে ডাকে ? এখন এই গীত তো রেডিওতেও বাজে । কেউই কিন্তু তা বুঝতে পারে না । এখন তোমরা বাচ্চারা তো কাগজ ইত্যাদি পড় না । যদিও পড় বা লেখো, কিন্তু কাগজ পড়ার শখ থাকে না । বাকি রইলো গোপ, তাদের মধ্যেও কারোর কারোর সার্ভিসের শখ থাকে যে, কিভাবে খবরের কাগজের মাধ্যমে এই সেবার উপায় বের করা যায় । ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ তো অনেকেই আছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কোটির মধ্যে কয়েকজন আছে যারা কাগজে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেবা করতে লেগে যায় । বাবা, মায়েদের রাইট হ্যান্ড বানিয়েছেন । খুব মুশকিলে গোপেরা আসে, কোনো বিশেষ লোকই যথার্থ রীতিতে শ্রীমতে অ্যাটেনশন দেয় । এ এক পয়েন্ট হলো ভ্রষ্টাচার আর শ্রেষ্ঠাচারের । ভ্রষ্টাচারীরা ডাকতে থাকে ---- হে ভগবান এসো, এসে শ্রেষ্ঠাচারী বানাও । এখন সবাই ভ্রষ্টাচারী । বলা হয় - যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা । যথা রাজা - রাণীর অর্থ গভর্নমেন্ট তথা প্রজা মানে সাধারণ মানুষ । তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, ভারত সদা শ্রেষ্ঠাচারী, স্বর্গ ছিলো । স্বর্গেও যদি ভ্রষ্টাচারী থাকে, তাহলে তাকে কিভাবে স্বর্গ বলা যাবে ? স্বর্গের স্থাপনা অবশ্যই বাবা করবেন, যাঁকে আমরা স্মরণ করি । ভ্রষ্টাচারীরাই বাবাকে ডাকে, শ্রেষ্ঠাচারীরা ডাকে না । ভারত বড় শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো, স্বর্গ ছিলো, এখন তা নরক । তাহলে নরকে অবশ্যই ভ্রষ্টাচারী থাকবে । শ্রেষ্ঠাচারীর প্রমাণ দেখাও । তোমরা চিত্র দেখিয়ে বলতে পারো ----বরাবর সত্যযুগে যথা রাজা - রাণী, তথা প্রজা ছিলো, এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখো, তাঁরা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলেন, তাই না । নামই তো হলো স্বর্গ । দ্বাপরে এমন শ্রেষ্ঠাচারী রাজা - রাণীর মন্দির বানিয়ে মানুষ পুজো করে । তাহলে অবশ্যই নিজেরা ভ্রষ্টাচারী । ওরা নিজেদের বলে থাক -- আমরা ভ্রষ্টাচারী, কামী, ক্রোধী এবং পাপী । তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন... । ভারতে ভ্রষ্টাচারীরা শ্রেষ্ঠাচারীদের মহিমা করে থাকে । ভ্রষ্টাচারী রাজাদের কাছে শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের মন্দির আছে । তারা তাঁদের মহিমা করে -- নমন, বন্দনা এবং পূজা করতে থাকে । বাবা বুঝিয়েছেন যে -- ধর্ম স্থাপনের কারণে উপর থেকে যে আত্মারা আসে তাঁরা অবশ্যই সতোপ্রধান এবং শ্রেষ্ঠাচারী হবে । যদিও এ মায়ার রাজ্য তবুও প্রথমে যাঁরা আসবেন তাঁরা সতোপ্রধান হবেন, তাই তো তাঁদের মহিমা হয় । তারপর তাঁরা সতো, রজো এবং তমোতে আসে

। দেবতারা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলেন । সকলকেই সতো, রজো এবং তমোতে আসতে হবে, ভ্রষ্টাচারী হতেই হবে । খবরের কাগজে লেখা হয় -- কোনো সংস্থা আছে যারা এই ভ্রষ্টাচার বন্ধ করার জন্য পুরুষার্থ করছে । এখন ভ্রষ্টাচারীরা শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের মন্দির বানিয়ে পূজা করে এসেছে । তোমরাই পূজ্য শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে, তোমরাই পূজারী ভ্রষ্টাচারী হয়েছো এরপর পূজ্য দেবী - দেবতাদের বসে পুজো করছো । এখন তোমরা লিখতে পারো যে, সত্যযুগে যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা ছিলো, সকলেই শ্রেষ্ঠাচারী ছিলেন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো । এরপরে কলা কম হতে থাকে । ভারতকে নামতেই হয় । এই খেলা ভারতেই উপরেই হয়েছে । অর্ধেক কল্প ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো । সদা একরস থাকে না । ১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় তো আসতেই হবে । ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে । মানুষ তমোপ্রধান হয়ে যায় । বাবা বলেন - যখন অতি মাত্রায় ভ্রষ্টাচার হয়, তখন আমি আসি । পতিতকে ভ্রষ্টাচারী এবং পবিত্রকে শ্রেষ্ঠাচারী বলা হয় । এ তো সম্পূর্ণ বোঝার কথা ।

শ্রীমদ্ ভগবৎ বলা হয় । শ্রীমত কি করে ? এই শ্রীমত তো শ্রেষ্ঠ রাজারও রাজা করে । বলা হয় যে, এই মায়াকে জয় করো তাহলেই তোমরা প্রিন্স - প্রিন্সেস হতে পারবে । দেখো এটা এমন, যেমন ক্রাইস্টের ৩০০০ বছর পূর্বে ভারত ১৬ কলা সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো । ভারত সোনার পাখির মতো ছিলো । স্বর্গে যথা রাজা রাণী তথা প্রজা সকলেই সুখী ছিলো আবার যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন সবাই ভ্রষ্টাচারী হতে শুরু করে । নিজেরাই বলে যে, আমাদের অফিসার্সদের মধ্যে ভ্রষ্টাচার আছে । রাজা - রাণী তো আর এখন নেই যে, যারা বলবে প্রজাদের মধ্যে ভ্রষ্টাচার আছে । এখানে তো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব । এখানে সকলেই ভ্রষ্টাচারী । প্রথমে তো গভর্নমেন্ট শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার প্রয়োজন । তাদের কে করবে ? এখন তোমরা গরীব বাচ্চারা এক নম্বর শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছো । বাবা বলেন, আমি এসে সকলকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাই । ড্রামা অনুসারে এই সমস্ত খেলাই বানানো আছে । আবার সেই একই গীতা চিত্র আদি আসবে । বাংলায় কালীর মন্দির আছে । মানুষ কালী মা - মা বলে প্রাণ দিয়ে দেয় । এখন এমন কালী মা বা চণ্ডিকা দেবী কোথা থেকে এলো ? নাম তো দেখো, কেমন । যারা এখান থেকে ভাগন্তি হয়ে যায় তারা প্রজাতে চণ্ডাল হয়ে যায় । কিন্তু যারা এখানে থেকে বিকর্ম ইত্যাদি করে তারা রয়্যাল ঘরানায় চণ্ডাল হয় । তবুও অবশেষে তারাও মুকুট, রাজ পোশাক পায় কেননা এখানে বাবা তো তাদের দত্তক নিয়েছেন তাই না, তাই চণ্ডিকা দেবীর পূজা হয় ।

জ্ঞান তো অনেক গুহ্য কিন্তু কেউ যদি তা ধারণ করতে পারে । যেমন ব্যারিস্টারদের কেউ কেউ লাখ টাকা কামায়, কারোর আবার ছেঁড়া কোট থেকে যায় । এ তো বেহদের পড়া । বাবা যা বিস্তার করে বুঝিয়েছেন তা সারে এনে পাঁচ মিনিটের ভাষন তৈরী করে কাগজে দেওয়া উচিত । এও জিজ্ঞেস করা উচিত যে,হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছেন ? তখন কেউই বলতে পারবে না । তারা কিছুই জানে না । তোমাদের অর্থাৎ শক্তিদের চলন এমন গম্ভীর হওয়া উচিত যেমন ময়ূরীর চলন । মুখ থেকে যেন রত্ন নির্গত হয়, পাথর নয় । ওরা তো পাথরই মারবে । তোমরা কখনোই পাথর মেরো না । নাম বদনাম করো না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস :-- এখানে ভালো বা মন্দ সব মানুষই আছে । সত্যযুগে এমন অক্ষর থাকবে না । খারাপ বা পাপ আত্মা অক্ষর থাকবে না সেখানে । ওখানে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । বাচ্চারা জানে যে -- আমরা এই বিশ্বের মালিক ছিলাম । এই ভারত, যা একসময় দেবী - দেবতার রাজস্থান ছিলো তা এখন পুরানো হয়ে গেছে । মানুষ জানেই না যে, এ হলো সঙ্গম যুগ । এখন এখান থেকে লঙ্গর উঠে গিয়েছে । আমরা এই দুনিয়া থেকে পার হয়ে যাবো । বাবা তো কান্ডারী, তাই না । তিনি আমাদের নৌকা পারে নিয়ে যান । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছি । ভক্তরা জানে না যে, আমরা ধাক্কা খাচ্ছি । ওরা তো অনেক দূরে দূরে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের কেবল স্মরণ করতে হবে । এমন নয় যে, আমরা স্মরণ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে যাই । মায়া কিন্তু অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে । আত্মাই পরমাত্মার আশিক হয় - এ কথা কেউই জানে না । পরমাত্মা হলেন মাশুক । তাই বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকে খুবই প্রেমী হয়, তারা মাশুককে স্মরণ করে । আমাদের পুরুষার্থ করতে হবে -- আমরা নিরন্তর স্মরণ করতে থাকবো । এই "স্মরণ" অক্ষরও ভক্তিমার্গের । আমরা বাবাকে স্মরণ করি । প্রবৃত্তি মার্গের অক্ষর হলো "স্মরণ ।"এ খুবই মিষ্টি । তোমরা বলো যে, আমরা ভুলে যাই । আরে, বাচ্চারা থোড়াই বলতে পারে যে, আমরা বাবাকে ভুলে যাই । এই স্মরণ তো খুবই সুন্দর । তাই নিজের সঙ্গে কথা বলা উচিত । তোমরা মাতা - পিতার সামনে বসে আছো । তোমাদের খুশীও হওয়া উচিত । যারজন্য বলা হয় --তুমিই মাতা - পিতা... । বরাবর আমরা আশীর্বাদী বর্সা পেয়ে এসেছি । এই স্মরণেই পরিশ্রম । তোমাদের অনেক বড় আমদানী, অনেক বড় প্রাপ্তি । কেবল চুপ করে স্মরণ করতে হবে । আচ্ছা ।

২ -- তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ছাড়া কেউই জানে না যে সঙ্গম যুগ কখন হয় । এই কল্পের সঙ্গম যুগের মহিমা অনেক । এইসময় বাবা এসে রাজযোগ শেখান । সত্যযুগের জন্য অবশ্যই তো মাঝে সঙ্গম যুগ আসবে । এ তো সবাই মানুষ । এদের মধ্যে কেউ কনিষ্ঠ, কেউ উত্তম । ওরা দেবতাদের সামনে মহিমা করে -- তুমি পুরুষোত্তম, আমি কনিষ্ঠ । নিজেরাই বলে -- আমরা এমন ।

এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকে তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া কেউই জানে না । একে কিভাবে বিজ্ঞাপন করা যায় যাতে মানুষ জানতে পারে । সঙ্গম যুগে ভগবান এসেই রাজযোগ শেখান । তোমরা জানো যে, আমরা রাজযোগ শিখছি । এখন এমন কি যুক্তি করা যায়, যাতে মানুষ জানতে পারে কিন্তু সবই হবে ধীরে ধীরে । এখনো সময় বাকি আছে । অনেক চলে গেছে, অল্পই আছে । আমরা বললে মানুষ খুব শীঘ্র পুরুষার্থ করবে । না হলে তো জ্ঞান এক সেকেণ্ডেই পাওয়া যায়, যাতে তোমরা সেই সময়ই এক সেকেণ্ডে জীবন মুক্তি পেয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের মাথার উপরে তো অর্ধেক কল্পের পাপ জমা আছে, তা থোড়াই এক সেকেণ্ডে কাটবে । এতে তো সময় লাগে । মানুষ মনে করে, এখন সময় বাকি আছে, এখন আমরা ব্রহ্মাকুমারীর কাছে কেন যাবো । ভাগ্যে না থাকলে উদ্ধারকর্তাকেও ভুল বোঝে । তোমরা বুঝতে পারো যে - এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ । হীরের মতো - এমন গায়ন তো আছেই । তাও কম হয়ে যায় । গোল্ডেন এজ সিলভার এজ, এই সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড এজ । সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ । এ কথা তোমরাই জানো যে, স্বর্গের থেকেও এই সঙ্গম যুগ ভালো, এখানে জন্ম হলো হীরে তুল্য । অমরলোকেরও তো গায়ন আছে । তারপর কম হতে থাকে । তোমরা এ কথাও লিখতে পারো যে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড, সত্যযুগ হলো গোল্ডেন, ত্রেতা হলো সিলভার । এও তোমরা বোঝাতে পারো যে - এই সঙ্গমেই আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই । আট রত্নের আংটি যখন বানানো হয় তখন ডায়মন্ডকে মাঝে রাখা হয় । সঙ্গমের শো হয়ে থাকে । সঙ্গম

যুগ হলোই হীরের মতো । এই হীরের মান সঙ্গমের উপরেই । এখানে যোগ ইত্যাদি শেখানো হয় যাকে আধ্যাত্মিক যোগ বলা হয় । এই আধ্যাত্মিক হলো বাবা । এই রুহানী বাবার রুহানী জ্ঞান এই সঙ্গমেই পাওয়া যায় । যে মানুষের মধ্যে দেহ – অহংকার থাকবে তারা এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে মানবে ? গরীব ইত্যাদিদের বোঝানো যায় । তাই এও লিখতে হবে যে সঙ্গম যুগ হলো হীরের যুগ । এর আয়ু এতো । সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ, তো তার আয়ু এতো । শাস্ত্রেও স্বস্তিকা দেখানো হয় । বাচ্চারা তোমাদেরও যদি এই কথা স্মরণে থাকে তাহলে কত খুশীতে থাকা উচিত । স্টুডেন্টসদের তো খুশী হয়, তাই না । স্টুডেন্ট লাইফ হলো বেস্ট লাইফ । এ তো সোর্স অফ ইনকাম । এ হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠশালা । দেবতারা তো এই বিশ্বের মালিক ছিলেন । এ তো তোমরা জানোই । তাই তোমাদের অতিমাত্রায় খুশী হওয়া উচিত । তাই গায়ন আছে যে, অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপী বল্লভের গোপ – গোপীকে জিজ্ঞেস করো । টিচার যদি অন্ত পর্যন্ত পড়ায় তাহলে তাঁকে অন্ত পর্যন্ত স্মরণ করা উচিত । ভগবান পড়ান আবার ভগবানই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন । মানুষ সেই লিবারেটর এবং গাইডকে ডাকে । আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো । সত্যযুগে দুঃখ থাকবেই না । বলা হয় এই বিশ্বে শান্তি হোক । তোমরা বলো – আগে কখন ছিলো ? সেই যুগ কোন্ যুগ ? কেউই তা জানে না । রাম রাজ্য হলো সত্যযুগ আর রাবণ রাজ্য হলো কলিযুগ । এ তো তোমরা জানো, তাই না । বাচ্চাদের এই অনুভব শোনানো উচিত । ব্যস, মনের কথা কি শোনাবো । বেহদের বাবা! বেহদের বাদশাহী দেন যিনি, তাঁকে পেয়েছি, আর কি অনুভব শোনাবো ? আর কোনো কথাই নেই । এমন খুশী আর কোথাও হয় না । কখনোই কারোর উপর রাগ করে বাস্তবে ঘরে বসে থাকা উচিত নয় । এ যেন নিজের ভাগ্যের উপর রাগ করা । পড়ার ওপর রাগ করলেও কি শিখবে ? বাবাকে ব্রহ্মার দ্বারা পড়াতে হবে । তাই একে অপরের উপরে কখনোই রাগ করা উচিত নয় । এ হলো মায়া । যজ্ঞে তো অসুরদের বিঘ্ন হয়ই । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা এবং দাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং শুভরাত্রি । রুহানী বাচ্চার রুহানী বাবাকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১). শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর সেবা করতে হবে । এমন চালচলন কখনোই করবে না যাতে নাম বদনাম হয় । মুখ থেকে সদা রত্ন বের করবে, পাথর নয় ।

২) বেহদের গুহ্য (গভীর রহস্য যুক্ত) পড়াকে বিস্তারে শুনে তাকে সার করে নিয়ে অন্যের সেবা করতে হবে । শ্রীমতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে ।

বরদান :-- সময়ের গতি অনুযায়ী সর্ব প্রাপ্তিতে ভরপুর থেকে মায়াজিত হওয়ার জন্য তীব্র পুরুষার্থী ভব

বাপদাদা যাই প্রাপ্তি করিয়েছেন, সেইসব প্রাপ্তি নিজের মধ্যে জমা করে ভরপুর থাকো, কোনকিছু কম যেন না থাকে ॥ যেখানে ভরপুরতায় কম থাকবে, সেখানে মায়া হেলিয়ে দেবে । মায়াজিত হওয়ার সহজ সাধন হলো -- সদা প্রাপ্তিতে ভরপুর থাকো । কোনো একটি প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়ো না, সর্ব

প্রাপ্তি সম্পন্ন থাকো । সময়ের গতি অনুযায়ী যে কোনো সময় যা কিছু হতে পারে তাই তীব্র পুরুষার্থী হয়ে এখন থেকে ভরপুর থাকো । এখন নয় তো কখনোই নয় ।

স্লোগান :-- সত্যতা এবং নির্ভয়তার শক্তি সাথে থাকলে কোনো কারণই হেলাতে পারবে না ।